রিয়া (মানুষকে দেখানো বা শুনানোর উদ্দেশ্যে ‘ইবাদাত করা) কত প্রকার ও কি কি এবং এগুলোর হুক্‌ম কি?

রিয়া বা লোক দেখানো ‘ইবাদাত তিন প্রকার। যথা:-

(১) কোন নেক কাজ (‘ইবাদাত) মূলত: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র গায়রুল্লাহ্‌কে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে) দেখানোর উদ্দেশ্যে বা মানুষের প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে করা, এবং বাহ্যিকভাবে লোকজন যেন তার কাজটা দেখে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত বলেই মনে করে, এমন মনোভাব পোষণ করা।

যদিও এতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমান করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তথাপি এ জাতীয় ‘ইবাদাত হলো শিরকের (শিরকে আসগারের) অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ‘ইবাদাত আল্লাহ্‌র নিকট আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কোন মু’মিন ব্যক্তি এরূপ ‘ইবাদাত করতে পারে না।

আর যদি ‘ইবাদাতে গায়রুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌র (ﷻ) একক প্রাপ্য ও অধিকারে শামিল বা অংশীদার করা উদ্দেশ্য হয়, কিংবা মুল কাজটাই যদি আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, তাহলে তা শিরকে আকবার বলে গণ্য হবে।

হাদীছে ক্বোদছীতে রাছূল ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.[১]

অর্থাৎ- আমি অংশীদারদের অংশীদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ প্রয়োজন মুক্ত (আমার সাথে কেউ অংশীদার বা শরীক হোক এ ধরনের কোন প্রয়োজন আমার আদৌ নেই)। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার অংশীদারকে প্রত্যাখ্যান করি।[২]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রিয়া সাধারণত শিরকে আসগার তথা ছোট শির্‌কের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে। তবে মনের ভাব ও নিয়্যাতের ভিত্তিতে কখনো তা শিরকে আকবার অর্থাৎ প্রধান শিরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

(২) কোন ‘ইবাদাত মূলত: একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই শুরু করা, তবে ‘ইবাদাত করাকালীন বা চলাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কেউ তা দেখে ফেললে বা অবহিত হয়ে গেলে তাতে আনন্দিত ও উল্লাসিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য ‘ইবাদাতকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা করা কিংবা পরবর্তী

১. رواه مسلم

২. সাহীহ্‌ মুছলিম

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

অংশটুকু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা। এ অবস্থায় 'আমাল বা 'ইবাদাতটি যদি এমন হয় যে, তার এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল নয় বরং তার প্রতিটি অংশ পৃথক পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহলে সেই 'আমাল বা 'ইবাদাতের যে অংশটুকু রিয়া মিশ্রিত হবে, শুধুমাত্র সে অংশটুকু বাত্বিল হয়ে যাবে, তবে তার সম্পূর্ণ 'আমাল বাত্বিল হবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দু'শত টাকা ফক্বীর-মিছকীনদের দান করতে শুরু করল, ইতোমধ্যে একশত টাকা দান করার পর হঠাৎ করে সে দেখল যে, অনেক লোক তার দিকে চেয়ে আছে, তাকে বাহবা দিচ্ছে এবং তার প্রশংসা করছে, এতে করে তার মনের মধ্যে রিয়া বা লৌকিকতার ইচ্ছা দেখা দিল এবং অবশিষ্ট একশত টাকা সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিংবা আরো বেশি করে তাদের বাহবা ও প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করল। এমতাবস্থায় তার দানকৃত প্রথম একশত টাকা আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নিকট মাক্ববূল (গৃহীত) হবে এবং পরবর্তীতে দানকৃত একশত টাকা আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে।

আর যদি 'আমালটি এরকম না হয় বরং তার প্রথম অংশ শেষ অংশের উপর বা এক অংশ অপর অংশের উপর নির্ভরশীল হয় অর্থাৎ 'আমালের এক অংশ অপর অংশের সাথে এমনভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে, এর প্রতিটি অংশ একটি অপরটি ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, তাহলে এর দুই অবস্থা-

(ক) 'আমাল বা 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্‌র (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে শুরু করার পর 'ইবাদাত করাকালীন মধ্যবর্তী সময়ে যদি লোক দেখানোর (রিয়া'র) ইচ্ছা মনের মধ্যে দেখা দেয় এবং এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি লৌকিকতার এ মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর করার এবং 'আমালকে রিয়ামুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখে 'আমাল সম্পন্ন করে, তাহলে তার সেই 'আমাল বা 'ইবাদাত বাত্বিল হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ যেমন- কোন ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে শুরু করল। এমতাবস্থায় নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে তার অন্তরে রিয়া'র উদ্রেক হলো। সাথে সাথে সে তার অন্তর থেকে এই কুমন্ত্রণা ও কুমনোভাব দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেয়ে নামায সম্পন্ন করল, তাহলে এই রিয়া তার 'আমালে কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আল্লাহ চাহেতো তার এই নামায বাত্বিল হবে না।

(খ) যদি সে ব্যক্তি তার অন্তরের এই কুমন্ত্রণা দূর করার এবং 'আমালকে রিয়ামুক্ত করার চেষ্টা না করে, বরং রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করেই 'আমাল সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে তার এই 'আমাল সম্পূর্ণ বাত্বিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ বলেছেন:-

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ.[৩]

অর্থ:- যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা পালন করল সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-সাদাক্বাহ করল সে শির্ক করল।[৪]

৩। আল্লাহ্‌র জন্যে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে কোন ‘আমাল আরম্ভ ও সম্পন্ন করা। তবে ‘আমাল সম্পন্ন হওয়ার পর অন্তরে রিয়া‘র উদ্ভব হওয়া। যেমন- লোকজনের মুখে এ ‘আমাল সম্পর্কে নিজের প্রশংসা শুনে নীরবে আত্মতৃপ্তি ও গর্ববোধ করা। এ জাতীয় রিয়া, সম্পাদিত সেই ‘আমাল ও ‘ইবাদাতে কোনরূপ প্রভাব ফেলে না এবং এর দ্বারা ‘ইবাদাত বাত্বিল বা বিনষ্ট হয় না। কেননা তা ‘ইবাদাত সম্পন্ন তথা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশ পেয়েছে।

৩. رواه أحمد

৪. মুছনাদে ইমাম আহ্‌মাদ

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.